দৈনিক সংবাদ

১৭/৭/২০০৩

তারিখ: ... পৃ: ৮ কলাম: ৬

কানাডায় পড়ালেখা

ক্যাম্পাস প্রতিবেদক

ভিনদেশে পড়ালেখা

উচ্চশিক্ষার জন্য আজ অনেক শিক্ষার্থীই বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। এসব দেশের মধ্যে কানাডা অন্যতম। কানাডার শিক্ষা ব্যবস্থা ইংল্যান্ড বা আমেরিকার সমপর্যায়ের। কানাডায় প্রদেশ সংখ্যা ১০টি। প্রদেশভেদে পড়াশুনার নিয়ম-কানুনে পার্থক্য থাকে। এখানে লেখাপড়ার পর্যায় প্রধানত তিনটি। প্রথমত, স্কুল লেভেল। দ্বিতীয়ত, আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল। তৃতীয়ত, গ্রাজুয়েট লেভেল।

কানাডায় স্কুল গ্রাজুয়েশন করতে সাধারণত ১২ বছর লাগে। অর্থাৎ গ্রেড-১২ পর্যন্ত স্কুল। কিছু কিছু প্রদেশ যেমন কুবেক প্রদেশে গ্রেড-১৩ পর্যন্ত পড়তে হয়।

স্কুলগুলোতে তত্ত্বীয় পড়াশুনার চাইতে ব্যবহারিক কাজ বেশি হয়। সেখানে স্কুলগামী শিশুদের ওপর পড়াশুনার চাপ একদম নেই। যা পড়াশুনা করতে হয় তা কেবল স্কুলেই। ওখানে পড়াশুনার চাইতে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির ওপর জোর দেয়া হয়। বলা যায়, তুলনামূলকভাবে এদেশের স্কুল-কলেজগামী ছেলেমেয়েরা বেশি লেখাপড়া করে। কারণ এখান থেকে যারা এইচএসসি পাস করে ওইদেশে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি হয় তখন এরাই বেশি ভাল ফল করে। অবাক ব্যাপার ওখানকার স্কুল গ্রাজুয়েশন করা প্রচুর ছাত্রছাত্রী আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে ফেল করে। আর তাই তাদের বিভিন্ন বিষয়ে ভিত মজবুত করতে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের বাইরে পৃথক কোর্স নিতে হয়। তবে স্কুলে ব্যবহারিক বিদ্যার কারণে এদের পড়ালেখায় অনেক সুবিধা হয়।

স্কুল গ্রাজুয়েশনশেষে সবাই আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি হয় না। কারণ এই পর্যায় হতে পড়াশুনা খুবই ব্যয়বহুল।

এখানে আন্ডার গ্রাজুয়েট কলেজে কেবল চার বছর মেয়াদি 'আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম' পড়ানো হয় (কলেজভেদে ৩ বছরও হয়)। পাশাপাশি কলেজগুলোতে স্বল্পমেয়াদি সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্সও থাকে। আর গ্রাজুয়েট কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে 'গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে' মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্স থাকে। এর কোন কোনটিতে পাশাপাশি 'আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম'ও থাকে।

কানাডার সব ইউনিভার্সিটি ও কলেজ প্রধানত সরকারি ফান্ডে চলে। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা আছে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলোর Association of Universities & Colleges of Canada (AUCC)-এর মেম্বারশিপ পাওয়া আবশ্যিক। যার জন্য তাদের একটা ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড গড়ে তুলতে হয়।

"কানাডায় আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে স্কলারশিপ কম দেয়া হয়। আমেরিকার মতো কানাডায় কাজ করে পড়াশুনার নিয়ম নেই। কেউ যদি লুকিয়েও কাজ করে তবু অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এভাবে শ্রমের মূল্য পায় কম এবং কানাডার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলে প্রথমেই এই বিদেশীদের ছাঁটাই করে। তাই কেউ যদি ওইদেশে পড়তে চায় তবে তাকে সম্পূর্ণ নিজের টাকায় পড়তে যেতে হবে। তবে গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের ছাত্রছাত্রীরা মেধানুযায়ী টিচিং অ্যাসিসটেন্টশিপ পেয়ে থাকে।

কানাডিয়ান নাগরিকদের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। তারা ব্যাংক ঋণ নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। যতদিন তারা পড়াশুনা করে ততদিন সুদ দিতে হয় না। যখন পড়াশুনা শেষ হয় তখন থেকে সুদ গণনা শুরু হয়। এরপর চাকরি করে তারা কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাংক ঋণ শোধ করে।

ভর্তির নিয়ম

এদেশের শিক্ষার্থীরা কানাডায় আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি হতে চাইলে এসএসসি ও এইচএসসি দুটোতেই প্রথম বিভাগ থাকা আবশ্যক। সেই সাথে সাধারণত টোফেল স্কোর ৫৭০-৫৭৫ হতে হয়।

গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে (মাস্টার্স, পিএচডি) ভর্তি হতে চাইলে মাস্টার্স করা ছাত্র/ছাত্রীদের টোফেল, জি,আর,ই দিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড স্কোর তুলতে হয়। এরপর কানাডিয়ান অ্যাম্বাসি বা বিভিন্ন গাইড জাতীয় বই হতে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম বা গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তেমন কলেজ বা ইউনভার্সিটির ঠিকানা যোগাড় করে শিক্ষার্থী কি পড়তে চায় তা জানিয়ে যোগাযোগ করলে ওরা নিজেদের বিভিন্ন নিয়মসহ বিস্তারিত বিবরণ জানায়। প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-কানুন কিছুটা পার্থক্য থাকে। তাই একাধিক কলেজের সাথে যোগাযোগ করলে পছন্দসই কোন একটিকে বেছে নেয়া যায়। ভর্তি ফিসহ কোন্ সেশন হতে ক্লাস শুরু করবে নির্দিষ্ট কলেজে জানালে তারা ভর্তি চিঠি পাঠায়। যা দেখিয়ে স্টুডেন্ট ভিসা নেয়া যায়।

কোন ছাত্রছাত্রীর TOEFL স্কোর যদি প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত স্কোর অপেক্ষা কম হয়, তবে তাকে প্রথমে ESL (English as Second Language) কোর্স করতে হয়। প্রতিষ্ঠানভেদে কোর্সটি তিন থেকে পাঁচটি Level-এ থাকে। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ইংরেজির ওপর দক্ষতা নির্ণয় করে নির্ধারণ করা হয় তাকে কোন্ Level-এ দেয়া হবে। এরপর কোর্স ESL শেষ করে শিক্ষার্থী তার মূল বিষয়ের ওপর পড়াশুনা শুরু করতে পারে।